গণনাট্যসংঘ-প্রযোজিত নাটক (১৯৪৩-১৯৬৫) :

আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও শিল্প-রাজনীতির দ্বন্দ্ব

GANANATYASANGHA-PROJOJITO NATAK (1943-1965) :

ARTHA-SAMAJIK-RAJNOITIK PREKKHAPOT O SILPO-RAJNITIR DWONDO

পাঁচ হাজার (৫০০০) শব্দের প্রস্তাবিত গবেষণাকর্মের সারাৎসার

গবেষক : অর্পণ দাস

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক : ড. উত্তমকুমার বিশ্বাস

Registration Number : R-18RS02110160

Registration Date : 25th September, 2019

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

কলকাতা- ৭০০০০১

প্রস্তাবনা

বিশ শতকের চারের দশক বাংলা ও বাঙালির কাছে ছিল এক অগ্নিপরীক্ষা। একদিকে ফ্যাসিবাদী শক্তির নৃশংস উন্মাদনা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রূপ নিয়ে এক ভয়ানক ধ্বংসলীলায় মেতে উঠেছিল। অন্যদিকে বাংলার 'পঞ্চাশের মন্বন্তর'-এ মারা গেলেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। সর্বস্বান্ত হয়ে গেল কোটি কোটি বাঙালির জীবন। পরাধীন দেশের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে নিষ্ঠুরভাবে দমন করেছিল ইংরেজ সরকার। এই অসহায়, বিহ্বল সময়কালে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠা বাংলা তথা ভারতবর্ষের সংস্কৃতিচর্চায় বাঁকবদলের সূচনা করে। সমকালীন সাংস্কৃতিক মঞ্চ যে মর্মযন্ত্রণার প্রেক্ষিতে বন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল; গণনাট্য সংঘ তাকে শুধু যন্ত্রণা প্রকাশের ভাষা দেয়নি, বরং প্রতিবাদের ধ্বনিতে সোচ্চার করে তুলেছিল। প্রগতি লেখক সংঘ, কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্রসংগঠনের সাংস্কৃতিক শাখা ইয়ুথ কালচারাল ইন্সটিটিউট, ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৩ সালের ২৫ মে মুম্বইতে (পূর্বনাম বোম্বাই) গণনাট্য সংঘের সর্বভারতীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলায় ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের অধীনে গণনাট্য সংঘের নাট্যচর্চা শুরু হয়।

সোভিয়েত রাশিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের নাটকের গণচেতনা, মার্কসীয় দর্শনের ধারণা, রম্যাঁ রলাঁর পিপলস থিয়েটার এবং চিনের রেড থিয়েটারের কার্যকলাপের অনুপ্রেরণায় গণনাট্য সংঘের নাট্যপ্রচেষ্টা বাংলা থিয়েটারের রাজনৈতিক ভাষ্যকে নতুন গতিপথ দিয়েছিল। গণনাট্য সংঘ প্রযোজিত নাটকগুলিতে স্বাধীনতা-পূর্ব ও স্বাধীনোত্তর সময়ে বাংলার রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক প্রসঙ্গগুলি উঠে এসেছিল। তার সঙ্গে ছিল নাট্যচর্চার মাধ্যমে সমাজবদলের আহ্বান। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের পর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ডাক সারা বিশ্বের মতো ভারতবর্ষের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদেরও প্রভাবিত করেছিল। গণনাট্য সংঘ বামপন্থী রাজনৈতিক মতাদর্শে মানুষের যন্ত্রণাকে তুলে ধরার পাশাপাশি নিপীড়িত মানুষকে সংঘবদ্ধ করে গণসংগ্রামের ডাক দেয়। ফলে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠা শুধু বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে নয়, রাজনৈতিক ইতিহাসেও এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সব মিলিয়ে গণনাট্য সংঘ বাংলায় এক নতুন সাংস্কৃতিক পরিবেশ নির্মাণে সমর্থ হয়েছিল। গণনাট্যের আদর্শে ছোটো-বড়ো একাধিক নাট্যদলের উদ্ভব হয়। যার মাধ্যমে বৃহত্তর গণনাট্য আন্দোলনের জন্ম হয়। গণনাট্য সংঘ ছিল এই আন্দোলনের প্রথম ও প্রধান মুখ। অনেক গবেষক-সমালোচক গণনাট্য সংঘ ও গণনাট্য আন্দোলনকে এক করে দেখেছেন। আমার গবেষণার পঞ্চম অধ্যায়ে উভয়ের পার্থক্য যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি।

সংঘের দীর্ঘ যাত্রাপথে সংগঠনের মধ্যে মতবিরোধ, রাজনৈতিক দুর্বিপাকের ফলে নানারকম উত্থানপতন এসেছিল। সূচনালগ্নে গণনাট্য সংঘ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির শাখা সংগঠন ছিল না। ১৯৬৪ সালে সিপিআই বিভক্ত হওয়ার পর গণনাট্য সংঘ ১৯৬৫ সালে পুর্নগঠিত হয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র শাখা সংগঠন রূপে কাজ শুরু করে। মতাদর্শগত সাযুজ্য ও পার্টির সাংগঠনিক বুনিয়াদের উপর নির্ভরশীলতার কারণে সংঘের সার্বিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টি ও তৎকালীন রাজনৈতিক ইতিহাস ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলেছিল। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই গণনাট্য সংঘের সংগঠন ও নাট্যচর্চার পর্যালোচনায় সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও দেশীয়-আন্তর্জাতিক বামপন্থী রাজনীতির গতিপ্রকৃতি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। তাছাড়া গণনাট্য সংঘ বলতে শুধুমাত্র নাট্যচর্চা নয়; ছায়ানৃত্য, ব্যালে, গণসংগীতের এক বিরাট সম্ভার তাদের কর্মপন্থাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। আমার

গবেষণাকর্মের পরিধি এত বিস্তৃত নয়, গণনাট্যের ইতিহাস রচনাও আমার গবেষণার উদ্দেশ্য নয়। গণনাট্যের প্রারম্ভিক পর্যায় (১৯৪৩) থেকে কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙনের পর গণনাট্য সংঘের নবনির্মাণের সমসাময়িক কাল (১৯৬৫) পর্যন্ত গণনাট্য সংঘের সংগঠন এবং নাট্যচর্চার বিরাট ঐতিহ্যকে সুসংঘবদ্ধ ও বিচার-বিশ্লেষণ করা আমার গবেষণার মূল কাজ।

এই সময়কালের মধ্যে রাজ্য, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনাবলির অভিঘাত নিয়ে গণনাট্য সংঘ অসংখ্য নাটক প্রযোজনা করেছিল। যেগুলির যথার্থ মূল্যায়ন আজও সম্পূর্ণরূপে হয়ে ওঠেনি। গণনাট্য সংঘের সঙ্গে যুক্ত নাটককার যথা তুলসী লাহিড়ী, মন্মথ রায়, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য, ঋত্বিক ঘটক, উৎপল দত্ত প্রমুখের নাটকগুলি নিয়ে গবেষণা অবশ্যই হয়েছে। যদিও তা নির্দিষ্টভাবে উক্ত নাটককারদের নাট্যপ্রতিভা মূল্যায়নের নিমিত্তেই হয়েছে। সেই সূত্রে তাঁদের দ্বারা রচিত যে নাটকগুলি গণনাট্য সংঘ প্রযোজনা করেছিল, সেগুলির আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু গণনাট্য সংঘের নাট্যপ্রযোজনার ক্ষেত্রে সংঘের সম্মেলনের নীতি বা সমসাময়িক ঘটনাবলির প্রেক্ষিতে সংঘের অবস্থানের সামগ্রিকতা বিচার প্রয়োজন। গণনাট্যের শিল্পী-সংগঠকদের আলোচনাতেও নাটক নিয়ে আলোচনা খুব বেশি চোখে পড়ে না। বড়োজোর 'নবান্ন', 'জবানবন্দী', 'রাহুমুক্ত'-এর মতো গণনাট্যের জনপ্রিয় প্রযোজনাগুলিকে সংঘের নীতি-আদর্শের দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। কিন্তু তার বাইরেও গণনাট্য প্রযোজিত অসংখ্য নাটক আমাদের আলোচনার বাইরে রয়ে গেছে। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত, পাণ্ডুলিপি আকারে রক্ষিত বা নির্বাচিত সংকলনে প্রকাশিত অসংখ্য নাটক গবেষণাচর্চার আড়ালে থেকে গেছে। গণনাট্য সংঘের সাংগঠনিক অগ্রগতির পাশাপাশি এই নাটকগুলি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাংলার প্রেক্ষাপটে গণনাট্যের নাট্যপ্রযোজনার সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি উঠে আসবে। সেটাই আমার গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

গণনাট্য সংঘের ইতিহাসের মূল ধারণা পাওয়া যায় সংঘের সঙ্গে জড়িত নাট্যব্যক্তিত্বদের অভিজ্ঞতা সঞ্জাত স্মৃতিকথা, সাক্ষাৎকার, সম্মেলনের রিপোর্ট, দলিল ইত্যাদি থেকে। বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন প্রেক্ষাপট নিয়ে সুধী প্রধান, চিন্মোহন সেহানবীশ, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সজল রায়চৌধুরী, সুনীল দত্ত, শক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ ঘোষাল প্রমুখ শিল্পী-সংগঠকদের অভিজ্ঞতাগুলিকে একত্রিত করলে আমার গবেষণার সময়সীমার মধ্যে গণনাট্য সংঘের ইতিহাসকে সংঘবদ্ধ রূপ দেওয়া সম্ভব। সংরক্ষিত, সংকলিত, অসংকলিত বিভিন্ন দলিল, সম্মেলনের রিপোর্ট থেকে গণনাট্যের গতিপথের সার্বিক ধারণা পাওয়া যায়। বাবলু দাশগুপ্ত ও শিবশর্মা কর্তৃক সম্পাদিত 'গণনাট্য : পঞ্চাশ বছর' গণনাট্যচর্চার ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংকলন। এছাড়াও গণনাট্য পত্রিকা, গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় গণনাট্য সংঘ বিষয়ক বিস্তৃত আলোচনা ছড়িয়ে রয়েছে।

যেহেতু এই আলোচনাগুলি গণনাট্যের শিল্পী-সংগঠকদের দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত, ফলে এর মধ্যে সংঘের সাফল্যের দিকটিকেই অধিক গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে। এ-কথা ঠিক যে গণনাট্য সংঘের নাট্যচর্চা বাংলা থিয়েটার তথা সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়। কিন্তু বামপন্থী মতাদর্শের প্রচার-প্রসার ও আশু রাজনৈতিক সাফল্যের জন্য প্রচারমুখীনতা গণনাট্যের নাটকগুলিকে প্রভাবিত করেছিল। একইভাবে সংগঠনের পরিচালন পদ্ধতি ও রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মতবিরোধ সংঘের অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছিল। সাধারণত দেখা যায় গণনাট্যের ইতিহাস নিয়ে রচিত গ্রন্থগুলি এই বিষয়গুলির আলোচনায় একপাক্ষিকভাবে মতপ্রকাশ করেছে। কিন্তু

শিল্প-রাজনীতির সুষম সংমিশ্রণ নিয়ে গণনাট্যের মধ্যে মতপার্থক্য বারংবার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এ-কথা স্পষ্ট যে গণনাট্য সংঘের নাট্যচর্চা ক্রমে সঙ্কুচিত হয়ে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক সীমার মধ্যে বন্দী হয়ে পড়েছে। যার বীজ রোপিত হয়েছিল বহু আগেই। আলোচ্য সময়সীমার মধ্যে গণনাট্যের নাট্যচর্চার এই বিশেষ দিকটি তুলে ধরাও গবেষণাকর্মের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

একদিকে তৎকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গণনাট্য সংঘ প্রযোজিত নাটকগুলির আলোচনা, অন্যদিকে সংগঠনের ইতিহাসচর্চার নিরিখে শিল্প-রাজনীতি দ্বন্দ্বের বিষয়ে আলোকপাত করা আমার গবেষণার লক্ষ্য। এই সার্বিক বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ রেখে গবেষণার শিরোনাম নির্বাচন করা হয়েছে 'গণনাট্য সংঘ-প্রযোজিত নাটক (১৯৪৩-১৯৬৫) : আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও শিল্প-রাজনীতির দ্বন্দ্ব'।

পরিকল্পনামাফিক সুসম্পন্ন করার জন্য সম্পূর্ণ গবেষণাকর্মটিকে আমি ছ'টি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি। প্রয়োজন অনুসারে অধ্যায়গুলিকে কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। সেই অধ্যায়গুলি ও তাতে আলোচিত বিষয়বস্তু হল নিম্নরূপ।

প্রথম অধ্যায়— গণনাট্য সংঘ : সমসাময়িক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের প্রেক্ষিত

১৯৪৩ সালে গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠার আগেই বাংলা, ভারতবর্ষ ও বিশ্ব-ইতিহাসে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি বাংলার প্রেক্ষাপটে সংঘের প্রতিষ্ঠাকে অনিবার্য করে তুলেছিল। এই অধ্যায়ে গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জড়িত আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আলোচিত হয়েছে। তার সঙ্গে বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস ও বামপ্রভাবিত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের ইতিবৃত্ত আলোচনা করে গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও বিশিষ্টতা তুলে ধরা হয়েছে।

এই অধ্যায়ের আলোচনা শুরু হয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কাল থেকে। বিশ্বযুদ্ধ ও বিশ্বব্যাপী মহামন্দার পর মানুষের মধ্যে জন্ম নেওয়া হতাশা, অবসাদ, যন্ত্রণা উঠে এসেছিল 'কল্লোল', 'কালিকলম' প্রভৃতি পত্রিকার পাতায়। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের পর ১৯২৫ সালে এদেশের মাটিতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলায় 'পরিচয়', 'অগ্রণী', 'অরণী' প্রভৃতি পত্রিকায় বামপন্থী শিল্পী-সাহিত্যিক-নেতৃবৃন্দের আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক শিক্ষিত মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অন্যদিকে কৃষক-শ্রমিকের মধ্যেও কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন বিস্তারের কাজ শুরু হয়ে যায়। তাই গণনাট্যের প্রতিষ্ঠা নিয়ে সুধী প্রধান বলেছেন, "এই ইতিহাসের মশলা মিলবে ভারতের সাম্যবাদী আন্দোলনের জন্ম-বৃদ্ধি ও প্রসারতার ইতিহাসের মধ্যে।"[১]

তিনের দশকে হিটলারের জার্মানি দখল ও মুসোলিনির ইতালি দখলের পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অশনিসংকেত দেখা দেয়। ফ্যাসিবাদী শক্তিকে প্রতিহত করার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের শান্তিকামী বুদ্ধিজীবীদের পাশাপাশি বাংলার শিল্পী-সাহিত্যিকরাও একত্রিত হন। ১৯৩৬ সালের ১০ এপ্রিল মুন্সী প্রেমচাঁদের সভাপতিত্বে লক্ষ্ণৌতে 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ' (All India Progressive Writers' Association) আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪০

সালে Youth Cultural Institute (YCI) এবং ১৯৪১ সালে ‘সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি’ ও ‘ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ’-এর প্রতিষ্ঠা হয়। বাংলায় গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই সংগঠনগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ১৯৪১ সালে সোভিয়েত রাশিয়া মিত্রশক্তির পক্ষে যোগ দিলে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এই যুদ্ধকে ‘জনযুদ্ধ’ আখ্যা দেয়। ১৯৪২ সালে গান্ধীজির নেতৃত্বে ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলন এদেশের মানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে চূড়ান্তপর্বে পৌঁছে দেয়। এ বছর জাপান ব্রহ্মদেশ দখল করে। ১৯৪৩ সালে এদেশের বুকে নেমে আসে সর্বনাশা ‘পঞ্চাশের মন্বন্তর’। কালোবাজারি-মুনাফাখোর-জোতদারদের অশুভ চক্রে বাংলার প্রায় ৩৫ লক্ষ মানুষ মারা যান।

বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়ের নাট্যচর্চায় বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক সংকট ও দেশীয় মৃত্যুযজ্ঞের সারমর্ম যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়নি। যে থিয়েটারের জন্ম হয়েছিল ‘নীলদর্পণ’ নাটকের মাধ্যমে, যার প্রতিবাদী চেতনায় লেখা রয়েছে ‘কারাগার’, ‘গৈরিক পতাকা’, ‘সিরাজদৌল্লা’ ইত্যাদি প্রযোজনার নাম; সেই নাট্যমঞ্চ মন্বন্তরের সময়ে জরিদার পোশাক পরে অতীতের পশ্চাদ্‌পটের সামনে আস্ফালন দেখাতে ব্যস্ত রইল। সেই সময়ে বাংলা তথা ভারতের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে গণনাট্য সংঘের আবির্ভাব ঘটে। ১৯৪৩ সালের ২৫ মে মুম্বইতে প্রগতি লেখক সংঘের চতুর্থ সর্বভারতীয় সম্মেলনে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ বা IPTA-এর প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সর্বভারতীয় সম্পাদক হন অনিল ডি’সিলভা। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পি সি যোশীও পূর্ণ সহযোগিতা করেন। বাংলায় গণনাট্য সংঘ ‘ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ’-এর অধীনে কাজ করা শুরু করে। জন্মলগ্নে গণনাট্য সগর্বে ঘোষণা করেছিল, “People’s Theatre Stars the People”[২]। পেশাদার থিয়েটারের ব্যবসায়িক গঠন, পরিচালন পদ্ধতি, একক অভিনয়ের প্রথা থেকে গণনাট্য সংঘ বাংলা থিয়েটারকে মুক্তি দিয়েছিল।

বাংলার মন্বন্তরের প্রেক্ষিতে ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের অধীনে পিপলস রিলিফ কমিটির হয়ে গণনাট্য সংঘ নাট্যপ্রযোজনার কাজ শুরু করে। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, সুধী প্রধান, চিন্মোহন সেহানবীশসহ অসংখ্য শিল্পীর প্রচেষ্টায় বাংলায় গণনাট্য সংঘের পথ চলা শুরু হয়। ‘ল্যাবরেটরি’, ‘হোমিওপ্যাথী’, ‘আগুন’, ‘জবানবন্দী’ নাটকগুলির মাধ্যমে গণনাট্য সেদিনের যন্ত্রণার কথা তুলে ধরতে সক্ষম হয়। অবশেষে ‘নবান্ন’ নাটক প্রযোজনার মাধ্যমে গণনাট্য বাংলা থিয়েটারে দিকবদলের সূচনা করে। নাটক ছাড়াও গণসংগীত, ব্যালে, ছায়ানৃত্য ইত্যাদি ছিল গণনাট্য সংঘের শক্তিশালী সম্পদ। সব মিলিয়ে গণনাট্য সংঘের কণ্ঠেই অত্যাচারিত, শোষিত মানুষকে শ্রেণির প্রশ্নে একত্রিত করে প্রথম গণসংগ্রামের আহ্বান শোনা যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়— গণনাট্য সংঘের সাংগঠনিক ইতিহাস : সূচনা, অগ্রগতি ও বিবর্তন (১৯৪৩-১৯৬৫ খ্রিঃ)

এই অধ্যায়ে সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে গণনাট্য সংঘের সাংগঠনিক গতিপথ বিবৃত হয়েছে। ১৯৪৩ সালে গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠা থেকে ১৯৬৫ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র সহযোগিতায় গণনাট্য সংঘের পুনর্গঠনের কাল পর্যন্ত আমার আলোচনার সময়সীমা। এই অধ্যায়ে গণনাট্য সংঘের উপর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নীতি ও কর্মপদ্ধতি প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচিত হয়েছে।

শুধুমাত্র তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য গণনাট্য সংঘের উদ্ভব হয়নি, একটি সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যপূরণ ছিল গণনাট্য সংঘের মূল উদ্দেশ্য। অর্থনৈতিক-সামাজিক দাবিদাওয়ার প্রতি যেমন গণনাট্যের দায়িত্ব ছিল, তেমনই রাষ্ট্রব্যবস্থা বদলের রাজনৈতিক আন্দোলনেও গণনাট্য যোগ্য সংগত করেছে। গণনাট্য জনগণের স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির জন্য সংগ্রামকে সংগঠিত করতে ও ভাষা দিতে চেয়েছিল। একই সঙ্গে জনগণকে তাদের জীবনের সমস্যাগুলির কারণ ও সমাধান সম্পর্কে সচেতন করে একটি উন্নত সমাজব্যবস্থা স্থাপনের আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত করা গণনাট্য সংঘের লক্ষ্য ছিল।

ভারতের স্বাধীনতার পূর্বে সর্বভারতীয় স্তরে গণনাট্যের একাধিক সম্মেলন সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। গণনাট্য সারা ভারত জুড়ে এক উদারপন্থী প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে সফল হয়েছিল। বাংলায় ‘জবানবন্দী’, ‘নবান্ন’ প্রভৃতি নাট্যপ্রযোজনাসহ ছায়ানৃত্য, ব্যালে, গণসংগীতের মাধ্যমে গণনাট্য নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। যদিও তারই মধ্যে শিল্পচিন্তা নিয়ে শিল্পীদের মধ্যে মতপার্থক্য তৈরি হয়েছিল। বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্রদের সঙ্গে সুধী প্রধান ও অন্যান্য পার্টি-সংগঠকদের মতবিরোধের ফলে সংঘে ভাঙনের প্রেক্ষাপট উপস্থিত হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৪৮ সালে বি টি রণদিভের নেতৃত্বাধীন সিপিআই ঘোষণা করে বর্তমান স্বাধীনতা ‘মিথ্যা’ এবং তেভাগা-তেলেঙ্গানার মত সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।[৩] যার ফলস্বরূপ কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করা হয়। তেভাগা আন্দোলনও এই সময়ে তুঙ্গে ওঠে। পার্টি-লাইনের প্রভাবে গণনাট্যেও শিল্পচর্চার থেকে ‘জঙ্গী মজুর ও কৃষক’দের হয়ে রাজনৈতিক সংগ্রামে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। ১৯৪৯ সালে সংঘের এলাহাবাদ সম্মেলনে এই মতবাদেই শিলমোহর দেওয়া হয়। রাষ্ট্রীয় অত্যাচার ও পার্টি-লাইনের সঙ্গে মতপার্থক্যে অনেক শিল্পী সংঘ ছেড়ে বেরিয়ে যান। সংঘের কেন্দ্রীয় স্কোয়াড ভেঙে যায়। ১৯৪৯-এর শেষে কলকাতার দুটি শাখা ছাড়া বাংলায় গণনাট্যের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। এই সময়ে গণনাট্য সংঘের নাট্য-আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে।

১৯৫০ সালে স্বাধীন ভারতবর্ষে সংবিধান কার্যকর হয় এবং আগত নির্বাচনের মুখে কমিউনিস্ট পার্টির নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়। গণনাট্য সংঘেও আত্মসমালোচনার মাধ্যমে এলাহাবাদ সম্মেলনের নীতি বাতিল করা হয়। এই সময়ে সংঘকে ‘ডি-সেন্ট্রালাইজ’ করা হয় এবং নীচুস্তরে সংগঠন বিস্তারের কাজ শুরু হয়। ১৯৫২-র নৈহাটি কনভেনশন ও ১৯৫৩-র সপ্তম সর্বভারতীয় সম্মেলন আয়োজনের মাধ্যমে গণনাট্য সাংগঠনিকভাবে পুনরায় শক্তিশালী হয়ে ওঠে। অন্যদিকে স্বাধীন ভারতবর্ষের একাধিক সমস্যা বাঙালির জীবনকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু পরিস্থিতি, বেকারত্ব, ভূমি-সংস্কার আইনের ব্যর্থতা, শ্রমিক আন্দোলনের মতো বিষয় বাঙালির দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গী হয়ে উঠেছিল। স্বাধীন ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরা ও কংগ্রেস শাসিত রাষ্ট্রব্যবস্থার দুর্বলতার দিকটি নিয়ে গণনাট্য সংঘ সোচ্চার হয়ে ওঠে।

পাঁচের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলায় একাধিক আন্দোলনের ঢেউ ওঠে। ট্রাম-ভাড়া বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন (১৯৫৩), শিক্ষক আন্দোলন (১৯৫৪), গোয়া-মুক্তি আন্দোলন (১৯৫৫), বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি বিরোধী আন্দোলন (১৯৫৬)-এর ফলে বাংলায় বামপন্থী রাজনীতির প্রভাব ক্রমশ দৃঢ় হতে থাকে। ১৯৫৭ সালে কেরালায় কমিউনিস্ট পার্টি ই এম এস নাম্বুদিরিপাদের নেতৃত্বে ভারতবর্ষের প্রথম অকংগ্রেসী সরকার ক্ষমতায় আসে। ১৯৫৯

সালে বাংলার খাদ্য আন্দোলনের মাধ্যমে মানুষের মধ্যেকার পুঞ্জিভূত ক্ষোভ বিস্ফোরণের আকার নেয়। গণনাট্য সংঘ এই প্রতিটি আন্দোলনেই সক্রিয় ভূমিকা নেয় এবং সেই অনুযায়ী নাট্যপ্রযোজনা করে।

১৯৫৫ সালে গণনাট্য সংঘের প্রথম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৭-৫৮ সালে সংঘের অষ্টম সর্বভারতীয় সম্মেলন ও ১৯৫৮ সালে দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলনের অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হয়। ১৯৬০ ও ১৯৬১ সালে রাজ্যের গণনাট্য সংঘ নাট্যোৎসবের আয়োজন করে। ১৯৬১-তে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এত সাফল্যের মধ্যে সংঘের অভ্যন্তরে একটা চোরাস্রোত বজায় ছিল।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে রাজনৈতিক কর্মপন্থা, সংগ্রামের পদ্ধতি, আদর্শগত অবস্থান নিয়ে মতপার্থক্য পূর্ব থেকেই বজায় ছিল। ১৯৫৬ সালে কমিউনিস্ট পার্টির পালঘাট সম্মেলনের মতপার্থক্য ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে চিন-রাশিয়ার দ্বন্দ্ব কমিউনিস্ট পার্টির বিভাজনকে ত্বরান্বিত করে। ১৯৬২ সালে চিন-ভারত যুদ্ধের সময় মতবিরোধ আরও তীব্র হয়ে ওঠে। কমিউনিস্ট পার্টির একাংশকে চিন-ঘনিষ্ঠতার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। অবশেষে ১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হয়ে যায়। গণনাট্য সংঘও এই বিতর্কের আঁচ থেকে রেহাই পায়নি। পার্টির মধ্যে দুটি মতাদর্শের অবস্থান গণনাট্যের কর্মপদ্ধতিতেও ধীরে ধীরে প্রভাব ফেলছিল। চিন-ভারত যুদ্ধের প্রেক্ষিতে মতান্তর ক্রমে মনান্তরে পরিণত হয়। সংঘের মধ্যে অবিশ্বাসের পরিবেশ তৈরি হয়। দেশপ্রেমের নামে বাংলার সাংস্কৃতিক পরিবেশকেও একপেশে করে তোলা হয়েছিল। পুলিশি উৎপীড়ন সংঘের অগ্রগতির পথরোধ করে। গণনাট্য সংঘও ক্রমে নির্জীব হয়ে পড়ে। ১৯৬৫ সাল থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সংঘের পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়। যা ১৯৬৭ সালে পূর্ণতা পায়।

আমি গবেষণার সময়সীমা গণনাট্যের পুনর্গঠনের সূত্রপাত পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রেখেছি। এই অধ্যায়ে গণনাট্যের প্রতিটি রাজ্য ও জাতীয় সম্মেলনের বিবরণ, সভাপতি-সম্পাদক নির্বাচন, অনুষ্ঠিত প্রযোজনা, গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যথোপযুক্ত তথ্যসূত্রসহ কমিউনিস্ট আন্দোলন ও সমসাময়িক ঘটনাবলির সঙ্গে গণনাট্যের গতিপথের যোগসূত্র স্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রতিবছর অভিনীত নাটক, প্রযোজক শাখা, অভিনেতা-অভিনেত্রী-পরিচালকের নাম সূত্রবদ্ধ করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : গণনাট্য সংঘের নাটকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট (১৯৪৩-৬৫)

স্বাধীনতা-পূর্ব ও স্বাধীনোত্তর বাংলার মানুষকে ক্রমাগত অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে যেতে হয়েছে। দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যসংকটের সমস্যা তো ছিলই, স্বাধীনতার পূর্বে সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও দাঙ্গা জ্বলন্তরূপ ধারণ করে। দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতার ফলে তৈরি হওয়া উদ্বাস্তু সমস্যা বাংলার অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অবস্থাকে যেমন বিপর্যস্ত করে তুলেছিল, তেমনই বাঙালিকে মানসিকভাবেও ভেঙে দিয়েছিল। কংগ্রেস পরিচালিত রাষ্ট্রব্যবস্থা সমস্যাগুলি সমাধানে দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়নি, অনেকক্ষেত্রে আরও বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। গণনাট্য সংঘ নাটকের মাধ্যমে জনগণের দাবিদাওয়াকে তুলে ধরে মানুষের সমর্থন অর্জন করতে চেয়েছিল। যার ফলে বামপন্থী গণআন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি করা সম্ভব হয়।

গবেষণাকর্মের তৃতীয় অধ্যায়ে সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট গণনাট্য সংঘের নাটকগুলিতে কীভাবে প্রতিভাত হয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্যপূরণে আমি এই অধ্যায়ের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়কে পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছি। প্রথম পরিচ্ছেদের শিরোনাম 'দুর্ভিক্ষ, খাদ্য সংকট, খাদ্য আন্দোলন এবং গণনাট্য সংঘের নাটক'। এই পরিচ্ছেদে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির নিরিখে 'পঞ্চাশের মন্বন্তর'-এর প্রকৃত কারণ ও তার ধ্বংসলীলা আলোচনা করা হয়েছে। দুর্ভিক্ষ ৩৫ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে কোটি কোটি মানুষের জীবন বিপন্ন করে দিয়েছিল। তখন গণনাট্য সংঘ 'আগুন', 'জবানবন্দী', 'নবান্ন' নাটক প্রযোজনার মাধ্যমে মানুষকে আপন শক্তি সম্বন্ধে বিশ্বাসী করে তুলেছিল। এক নতুন রাজনৈতিক ভাষ্যে দেশের মানুষের কাছে বাঙালির যন্ত্রণা ও লড়াইয়ের কথা তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিল। স্বাধীনতার পরেও উদভ্রান্ত নীতির ফলে বাংলায় খাদ্য সমস্যার আগুন ধিকিধিকি জ্বলতে থাকে। ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনে মানুষ প্রতিবাদে গর্জে ওঠে। খাদ্যসংকট নিয়ে গণনাট্য প্রযোজিত 'বিচার' নাটকে বা খাদ্য আন্দোলন নিয়ে 'কত ধানে কত চাল' নাটকে তৎকালীন সমস্যা ও উত্তাল পরিস্থিতির চিত্র উঠে আসে। ছয়ের দশকে 'শিবঠাকুরের দেশে', 'অন্নপূর্ণার দেশে', 'আত্মহত্যা আইনি কর' প্রভৃতি নাটক অব্যাহত খাদ্যসংকটের দলিল। গণনাট্য সংঘের এই নাটকগুলিতে খাদ্য-সংকট সমাধানের রাজনৈতিক পূর্বাভাস উঠে আসে। ১৯৬৬-র খাদ্য আন্দোলনের পর রাজ্যের রাজনৈতিক অবস্থার পালাবদলে এই নাটকগুলির ভবিষ্যৎবাণী সত্যি হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শিরোনাম 'সাম্প্রদায়িকতা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু পরিস্থিতি এবং গণনাট্য সংঘের নাটক'। সাম্প্রদায়িকতা বাংলা ও বাঙালির ইতিহাসে এক জ্বলন্ত সমস্যা। ইংরেজ ও এদেশের রাজনৈতিক শক্তির একাংশ যাকে ব্যবহার করে বারবার নিজেদের কার্যসিদ্ধি করেছে। যার সবথেকে ভয়ংকর পরিণতির নাম দেশভাগ। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হাজারো মানুষের মৃত্যুর রেশ কাটতে না কাটতেই কোটি কোটি মানুষ উদ্বাস্তু হলেন। এদেশে আসার পরও তাঁদের সমস্যার সমাধান হয়নি। অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের পাশাপাশি চলেছিল আত্মানুসন্ধানের লড়াই। যদিও গণনাট্য সংঘের নাটকে উদ্বাস্তু পরিস্থিতির সার্বিক চিত্র উঠে আসেনি। তবুও 'বাস্তুভিটা', 'দলিল', 'বাংলার মাটি', 'উজান যাত্রা' প্রভৃতি নাটক প্রযোজনার মাধ্যমে এদেশের উদ্বাস্তু জীবন কিংবা পূর্ব-পাকিস্তানের সংখ্যালঘু মানুষের যন্ত্রণার কথা উঠে আসে। 'হোমিওপ্যাথী', 'মশাল', 'দ্বীপ' নাটকগুলিতে সাম্প্রদায়িক সমস্যা, দাঙ্গা এবং গণনাট্যের আদর্শে তার সমাধানের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদের শিরোনাম 'রাষ্ট্র, রাষ্ট্রব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ন এবং গণনাট্য সংঘের নাটক'। এই অধ্যায়ের শুরুতে মার্কসীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার স্বরূপ ও ভারতবর্ষের পরিস্থিতি আলোচনা করা হয়েছে। ইংরেজ আগমনের পর এদেশে আধা-সামন্ততান্ত্রিক, আধা-পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা স্থাপিত হয়। স্বাধীন ভারতবর্ষে সংবিধান প্রণয়ন, সাধারণ নির্বাচন, দুটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে পাঁচের দশকে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রকাঠামোয় একাধিক পরিবর্তন আসতে থাকে। গণনাট্য প্রযোজিত 'পনেরোই আগস্টের পর' নাটকে ভারতের স্বাধীনতার স্বরূপ, 'ভোটের ভেট' নাটকে নির্বাচনের প্রচার, 'দাও ফিরে সে অরণ্য' নাটকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যর্থতা, 'আজব দেশ' নাটকে রাষ্ট্রব্যবস্থার দুর্বলতা ও সম্ভাব্য বামপন্থী সমাজতন্ত্রের পদধ্বনি ফুটে ওঠে। ছয়ের দশকে চিন-ভারত যুদ্ধের প্রেক্ষিতে বামপন্থীদের

সংকট ও রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়নের দমবন্ধ পরিবেশের কাহিনি উঠে আসে 'সন্ত্রাস' নাটকে। রাষ্ট্র কীভাবে সংবাদমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় তার চিত্র দেখা যায় 'গোলটেবিল' নাটকে।

শুধু দেশীয় প্রেক্ষাপট নয়, গণনাট্যের নাটকে একাধিক আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ উঠে আসে। কারণ গণনাট্য সংঘের আদর্শ ছিল বিশ্বমানবতাবাদ। চতুর্থ পরিচ্ছেদের শিরোনাম 'গণনাট্য সংঘের নাটকে আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ'। পাঁচের দশকে আমেরিকায় রাশিয়ান গুপ্তচর সন্দেহে রোজেনবার্গ দম্পতির মৃত্যুদণ্ড নিয়ে গণনাট্য সংঘ প্রযোজনা করে 'বিশে জুন' নাটক। 'ভিয়েতনাম' নাটকে ভিয়েতনাম যুদ্ধ এবং 'মৃত্যুহীন' নাটকে বর্ণবিদ্বেষ সমস্যা উঠে এসেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই নাটকগুলির লক্ষ্য আমেরিকান শাসনব্যবস্থা বা তাদের যুদ্ধনীতি। সোভিয়েত রাশিয়া আর আমেরিকার 'ঠাণ্ডাযুদ্ধ'-এর প্রেক্ষাপটে যা খুব স্বাভাবিক ছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদের শিরোনাম 'গণনাট্য সংঘের নাটকে অন্যান্য প্রসঙ্গ'। এই পরিচ্ছেদে দুটি নাটক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে—'সংক্রান্তি' ও 'রাহুমুক্ত'। 'সংক্রান্তি' নাটকে উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের শুরুতে বাংলার সমাজবদলের রূপরেখা বামপন্থী দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরা হয়েছে। 'রাহুমুক্ত' নাটকে 'যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির বাণী' প্রচারিত হয়েছে।

অধ্যায়ের শেষে প্রতিটি পরিচ্ছেদে আলোচিত ও উল্লেখিত নাটক, নাটককার ও অভিনয় বর্ষের তালিকা প্রদান করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়— শ্রেণিচেতনা, শ্রেণিসংগ্রাম এবং গণনাট্য সংঘের নাটক (১৯৪৩-৬৫) :

মার্কসীয় রাজনৈতিক আদর্শে শ্রেণিচেতনা ও শ্রেণিসংগ্রামের গুরুত্ব অপরিসীম। গণনাট্য সংঘ প্রযোজিত নাটকগুলির মধ্যে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তকে শ্রেণিচেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তাকে শ্রেণিসংগ্রামে অবতীর্ণ করার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। এই অধ্যায়ের শুরুতে কার্ল মার্কস ও লেনিনের ধারণায় শ্রেণির সংজ্ঞা ও তার শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করা হয়েছে। কীভাবে প্রলেতারিয়েত শ্রেণিবিপ্লবের মাধ্যমে বুর্জোয়া শ্রেণিকে অপসারণ করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে তার সংক্ষিপ্ত তাত্ত্বিক ধারণা আলোচিত হয়েছে। গবেষণাকর্মের সুবিধার্থে আলোচ্য অধ্যায়টিকে কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত ও প্রান্তিক শ্রেণির নিরিখে চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি পরিচ্ছেদে উল্লেখিত শ্রেণির বিকাশের ইতিহাস ও বামপন্থী রাজনীতির প্রভাব আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায়ের শেষে প্রতিটি পরিচ্ছেদে আলোচিত ও উল্লেখিত নাটক, নাটককার ও অভিনয় বর্ষের তালিকা প্রদান করা হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদের শিরোনাম 'কৃষি-অর্থনীতি, কৃষক শ্রেণি, কৃষক আন্দোলন এবং গণনাট্য সংঘের নাটক'। জোতদার-জমিদারদের বিরুদ্ধে বাংলার কৃষক সংগ্রামের ইতিহাস সুপ্রাচীন। বামপন্থী রাজনীতির আগমন তাকে শ্রেণিসংগ্রামের প্রশ্নে মুখরিত করে তোলে। 'তরঙ্গ' নাটকে স্বাধীনতাকামী কৃষক আন্দোলনের মধ্যে শ্রেণিসংগ্রামের প্রবেশ দেখানো হয়েছে। যার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে 'আগস্ট আন্দোলন'-এর সময়ে। চারের দশকে তেভাগা আন্দোলন বাংলা তথা ভারতের কৃষক আন্দোলনের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। রাজনৈতিক আদর্শগত সহাবস্থানের ফলে গণনাট্য

সংঘের একাধিক নাটকে তেভাগা আন্দোলনের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। যেমন- 'নয়ানপুর', 'আবাদ', 'জনক', 'অরুণোদয়ের পথে', 'মা' ইত্যাদি নাটক। স্বাধীনতার পর একাধিক ভূমি-সংস্কার নীতি গ্রহণ করা সত্ত্বেও সেগুলি ব্যর্থ হয়। 'আমার মাটি' নাটকে ভূমি সংস্কার নীতির ব্যর্থতা ও শ্রেণিসংগ্রামের মাধ্যমে অধিকার বুঝে নেওয়ার প্রসঙ্গ উঠে আসে। ছয়ের দশকে 'অন্নপূর্ণার দেশে' নাটকে কৃষক আন্দোলনকে অর্থনৈতিক সংগ্রামের বদলে রাজনৈতিক সংগ্রাম রূপে দেখা হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শিরোনাম 'শ্রমিকশ্রেণি, শ্রমিক আন্দোলন এবং গণনাট্য সংঘের নাটক'। সংগ্রামী শ্রমিকরাই ছিলেন রাশিয়ার বিপ্লবের মূল কারিগর। চারের দশকে গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠার পর বাংলায় একাধিক শ্রমিক আন্দোলনের ঘটনা ঘটে। কোথাও রাষ্ট্র কঠোরভাবে সেগুলি দমন করে, কোথাও বা দীর্ঘ সংগ্রামের শেষে শ্রমিকরা জয়ী হয়। আবার দাঙ্গার বিরুদ্ধে বা অন্যান্য গণআন্দোলনের ক্ষেত্রে শ্রমিকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। 'মশাল' নাটকে শ্রমিকরা সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে শ্রেণির জয় ঘোষণা করে। 'মোকাবিলা' নাটকে ট্রামভাড়া বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনের প্রসঙ্গ উঠে আসে। 'দ্বান্দ্বিক', 'ইস্পাত', 'স্পেশাল ট্রেন', 'আজকের উত্তর' প্রভৃতি নাটকে ধর্মঘট, লক-আউট, শ্রমিকদের দুরবস্থা, মালিকদের অন্যায় আচরণের শেষে এসে শ্রমিকদের শ্রেণিসংগ্রাম জয়যুক্ত হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদের শিরোনাম 'মধ্যবিত্ত শ্রেণি, মধ্যবিত্ত জীবনযন্ত্রণা এবং গণনাট্য সংঘের নাটক'। এই পরিচ্ছেদে বাংলার প্রেক্ষাপটে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ও তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হয়েছে। গণনাট্য সংঘের নাটকগুলির উদ্দেশ্য ছিল মধ্যবিত্ত বাঙালি শ্রেণিকে বুর্জোয়া সংকীর্ণ মূল্যবোধ থেকে বের করে নিয়ে এসে শ্রেণিসংগ্রামে উজ্জীবিত করে তোলা। 'নবান্ন' নাটকে দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে মধ্যবিত্ত শ্রেণির দুর্বলতা তুলে ধরা হয়েছে। স্বাধীনোত্তর সময়ে 'জনান্তিক', 'সংকেত', সব পেয়েছির দেশ', 'নাগপাশ' প্রভৃতি নাটকে মধ্যবিত্ত বাঙালির স্বাধীনতা সংক্রান্ত স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা উঠে এসেছে। দেশভাগের যন্ত্রণা উঠে এসেছে 'বাস্তুভিটা' নাটকে। 'হরিপদ মাস্টার' নাটকে শিক্ষক আন্দোলন, 'মোকাবিলা' নাটকে ট্রামভাড়া বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন, 'কর্মখালি' নাটকে বেকারত্বের প্রেক্ষিতে শ্রেণিসংগ্রামের ডাক দেওয়া হয়। এছাড়াও 'আজকাল', 'জীবন যৌবন', 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও', 'একটি যুদ্ধের ইতিহাস' প্রভৃতি নাটকে মধ্যবিত্ত জীবনযন্ত্রণা ও শ্রেণিসংগ্রামের বক্তব্য উঠে আসে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদের শিরোনাম 'প্রান্তিক জনজীবন এবং গণনাট্য সংঘের নাটক'। প্রান্তিক জনজীবন বলতে এখানে 'নিম্নবর্গ'-এর কথা বোঝানো হয়নি। বোঝানো হয়েছে বাংলার সেই বিশেষ অংশের মানুষদের কথা যারা তথাকথিতভাবে শ্রেণিচেতনার মধ্যে পড়ে না। ফলে এই নাটকগুলিতে শ্রেণিসংগ্রামের কথা নেই। এই পরিচ্ছেদে ভিক্ষাজীবীদের নিয়ে রচিত 'নবজন্ম', ডক অঞ্চলের জাহাজের খালাসিদের নিয়ে রচিত 'নীলদরিয়া সমুদ্রের স্বাদ' ও উত্তরবঙ্গে টোটো উপজাতিদের নিয়ে রচিত 'টোটোপাড়া' নাটক তিনটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়— গণনাট্য সংঘের তাত্ত্বিক চেতনা (১৯৪৩-৬৫) :

গবেষণার পঞ্চম অধ্যায়ে গণনাট্য সংঘের নাটক ও নাট্যপ্রযোজনার তাত্ত্বিক চেতনার বিকাশ ও অগ্রগতি আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমেই আমরা দেখে নিতে চেয়েছি 'গণ' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে। গণনাট্যের শিল্পী-সংগঠকদের

যুক্তি অনুযায়ী ‘গণ’ বলতে বোঝানো হয়েছে ‘প্রলেতারিয়েত’ বা সর্বহারাদের। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে যারা এতদিন অত্যাচারিত ছিল, তারাই আজ সমাজতন্ত্রের ডাকে একত্রিত হয়েছে।[৪] গণনাট্য এই ‘গণ’-কে মাথায় রেখেই শিল্পচর্চা করেছিল।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে গবেষণায় গণনাট্য সংঘকে গণনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে এক করে দেখা হয়নি। গণনাট্য সংঘ যে বৃহত্তর গণনাট্য আন্দোলনের অংশ ছিল, সে-কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু গণনাট্য সংঘ ছাড়াও অনেক নাট্যদল একই আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে নাট্যপ্রযোজনা করেছিল। এরকম অনেক দলের কাজকর্মে যে সাংস্কৃতিক বাতাবরণ গড়ে উঠেছিল, তারই নাম গণনাট্য আন্দোলন। এই অধ্যায়ে যুক্তি-পরম্পরার সঙ্গে উভয়ের সূক্ষ্ম পার্থক্য প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে।

সূত্রপাত থেকেই বিদেশি নাট্য-আন্দোলন ও নাট্যতত্ত্বের ব্যাপক প্রভাব গণনাট্য সংঘের চেতনায় উজ্জ্বল ছিল। ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে সর্বহারার মানবতাবোধের বাণী রাশিয়ায়-ফ্রান্সে-ইতালিতে-চিনে প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তুলেছিল, বাংলায় দুর্ভিক্ষ-প্রতিরোধে সেই ভূমিকা পালন করতে চেয়ে গণনাট্য সংঘের যাত্রা শুরু হয়। মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের রাজনৈতিক আদর্শের পাশাপাশি তাঁদের নন্দনতত্ত্বকেও সংঘ গ্রহণ করেছিল। অর্থনীতির ‘বেস’-এর উপর দাঁড়িয়ে শিল্প-সংস্কৃতি সংক্রান্ত এঁদের মতামতকে একত্রিত করে মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের ধারণা তৈরি হয়েছিল। এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

ম্যাক্সিম গোর্কির আদর্শে সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজম তত্ত্বকে ব্যবহার করে গণনাট্য এদেশের শ্রমিক-কৃষকদের জাগরিত করতে চেয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে পুঁজিবাদী সমাজের সংগ্রামের সঙ্গে দ্বান্দ্বিকতায় সৃষ্ট এক সত্তা। যা নতুন কোনো শিল্পরূপ নয়, বরং শিল্পকে দেখার এক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। তার পাশাপাশি গণনাট্য সংঘ আয়ারল্যান্ড, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, জার্মানি, চিন, আমেরিকার নাট্য-ইতিহাসের সঙ্গে সঞ্জাত বৈপ্লবিক নাট্যচর্চার আদর্শ উত্তরসূরি ও সহযাত্রী হয়ে ওঠার মহান দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল।

গণনাট্যের ধারণা বা নামকরণের ক্ষেত্রে রম্যাঁ রলাঁর পিপলস থিয়েটারের গুরুত্ব অপরিসীম। থিয়েটারকে কীভাবে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিয়ে ‘গণ’-কে উজ্জীবিত করা যায় তা রম্যাঁ রলাঁ তাঁর ‘পিপলস থিয়েটার’ গ্রন্থে দেখিয়েছিলেন। থিয়েটারের রাজনৈতিক ভাষা, চরিত্রনির্মাণ, নাট্য-আঙ্গিক নিয়ে বিস্তারিত ধারণা পাওয়া যায় ‘পিপলস থিয়েটার’-এ। যা পরে রাশিয়াসহ অন্যান্য দেশের গণনাট্য অভিযানে বিস্তারিত রূপ পায়। গণনাট্য সংঘ বাংলার সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে ‘পিপলস থিয়েটার’-এর বক্তব্যকে প্রয়োগ করতে চেয়েছিল।

চিনের বিপ্লবের কালে রেড থিয়েটার ও মাও-জে-দং-এর ইয়েনান ফোরামের বক্তৃতা থেকে প্রাপ্ত বিষয় ও আঙ্গিক-ভাবনাকে ব্যবহার করে সংঘ অগ্রগতি লাভ করে। তবে চিনের বিশেষ রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থায় যে ধরণের নাট্য-আন্দোলন সম্ভব ছিল, বাংলার প্রেক্ষাপটে তাকে হুবহু প্রয়োগ করা সম্ভব ছিল না। সংঘের সম্মেলনগুলির আলোচনায় বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক ও নান্দনিক অবস্থানকে যথার্থভাবে বিচার করে গণনাট্যকে ব্যবহার করা হয়েছিল। তার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চেয়েছিল দেশীয় লোকনাট্যের উপাদানকে। এই সার্বিক প্রচেষ্টায় গণনাট্য সংঘ কখনও সফল হয়েছে, কখনও ব্যর্থ হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়— গণনাট্য সংঘের সংগঠন ও নাট্যচর্চা : শিল্প-রাজনীতির দ্বন্দ্ব :

গণনাট্য সংঘের অগ্রগতি ও নাট্যচর্চা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে একাধিক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। শিল্পচিন্তা নিয়ে মতানৈক্যের ফলে অনেকে সংঘত্যাগ করেছে বা রাজনৈতিক বক্তব্যকে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রকাশ করতে গিয়ে নাটকের সামগ্রিক বক্তব্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। গণনাট্যপন্থী বা গণনাট্য-বিরুদ্ধপক্ষের বাকবিতণ্ডা ও তর্ক-বিতর্কের মধ্যে যেমন নিজস্ব আদর্শগত সত্যতা রয়েছে, তেমনই উদ্দেশ্যপ্রবণতাও মিশে রয়েছে। যার থেকে প্রকৃত ইতিহাসের সারমর্ম উদ্ধার করা দুরূহ কাজ। গণনাট্যের শিল্পী-সংগঠকদের স্মৃতিকথা বা পরবর্তীকালে রচিত সংঘের ইতিহাসগ্রন্থগুলিও অনেকাংশে একপাক্ষিক। যেখানে সংঘের সাফল্যের দিকটি অত্যন্ত মহান করে দেখানো হয়েছে, তুলনায় দুর্বলতার দিকটিতে আলোকপাত করা হয়নি। কিন্তু এ-কথা অনস্বীকার্য যে গণনাট্যের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কিছু গভীর দুর্বলতা ছিল, যার ফলে গণনাট্য সংঘের নাট্যচর্চার ধারা একটি বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। আবার রাষ্ট্রব্যবস্থাও বারবার গণনাট্যের নাট্যচর্চাকে নীরব করে দিতে চেয়েছে। গণনাট্য ও তার পরিমণ্ডলের 'শিল্প-রাজনীতির দ্বন্দ্ব' এই অধ্যায়ের আলোচনার বিষয়বস্তু।

গণনাট্য সংঘ সরাসরি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নিয়ন্ত্রণাধীন না হলেও পার্টির নীতি ও নেতৃবৃন্দের নির্দেশ গণনাট্যকে প্রভাবিত করেছিল। 'জনযুদ্ধ' নীতি, 'ঝুটা স্বাধীনতা'র নীতি, চিন-ভারত যুদ্ধের সময় গণনাট্য সংঘ সোচ্চারে সিপিআই বা তার একাংশকে সমর্থন জানিয়েছে। সেই নীতি অনুযায়ী শিল্প-প্রযোজনা করেছে। একাধিক নির্বাচনেও গণনাট্য পার্টির হয়ে প্রচারে নেমেছে। ফলে গণনাট্যের সংগঠন, নাট্যপ্রযোজনার রীতি, নাটক নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির হস্তক্ষেপ লক্ষ করা যায়। পার্টির উপর অতিরিক্ত নির্ভরতার কারণে পার্টির বিপদকালে গণনাট্যের কাজকর্মও ব্যাহত হয়েছে এবং সংঘের মধ্যে ভাঙন এসেছে।

একইভাবে নাটকের বক্তব্যে পার্টিনীতির রেশ নাটকের সার্বিক গুণমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। কোথাও পার্টির সরাসরি হস্তক্ষেপ, কোথাও পার্টিনীতির প্রভাবে শিল্পীর স্বচেতনায় নাটকের বক্তব্য ক্রমশ একপেশে হয়ে গেছে। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদানের ফলে মানবচরিত্রের অন্তর্বয়ানকে ধরার চেষ্টা অপূর্ণ রয়ে গেছে। অধিকাংশ নাটকের কাহিনি ও চরিত্রনির্মাণে 'ফর্মুলা'র ব্যবহার, তত্ত্বের জয়জয়কার, উচ্চকিত স্লোগান ও শেষে চেনা-সংগ্রাম ব্যবহারের পুনরাবৃত্তি ক্রমে গণনাট্যের নাট্যভাবনাকে বৃহত্তর 'গণ'-এর থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে।

গণনাট্য সংঘের নাটকের রাজনৈতিক সচেতনতা রাষ্ট্রশক্তির কাছে চিন্তার ব্যাপার হয়ে উঠেছিল। তাই 'নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন' ও পুলিশি ক্ষমতাকে ব্যবহার করে রাষ্ট্র বারবার গণনাট্যের কাজে বাধা সৃষ্টি করেছে। এমনকি গণনাট্যের শিল্পীদের উপর সরাসরি আক্রমণ করতেও পিছ-পা হয়নি। ১৮৭৬ সালের 'নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন'-কে আরও শক্তিশালী করে গণনাট্যসহ বাংলার নাট্যজগতের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। 'ঝুটা স্বাধীনতা' নীতি বা চিন-ভারত যুদ্ধের সময় গণনাট্যের অবস্থান অনেকক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কাজ সহজ করে দিয়েছিল।

গণনাট্যের শিল্পী-সংগঠকরা রাজনৈতিকভাবে একই আদর্শে বিশ্বাসী হলেও শিল্পচেতনায় মতপার্থক্য ছিল। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে শিল্পসুষমার সার্থক মিশ্রণ, সংগঠনের পরিচালন পদ্ধতি, নাট্য-আন্দোলনের রূপভেদ নিয়ে শিল্পী-সংগঠকদের মধ্যে একাধিক ক্ষেত্রে মতানৈক্য তৈরি হয়েছিল। 'গোষ্ঠী'র মধ্যে থেকেও শিল্পীর ব্যক্তিসত্তার উন্মেষ

অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু উভয়ের দ্বন্দ্বের কোনো সমাধানসূত্র আবিষ্কার করা যায়নি। হয় শিল্পীকে তাঁর নিজস্ব মতামত নিয়ে সংঘ থেকে সরে যেতে হয়েছে, নতুবা গোষ্ঠীস্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে ও সংঘ কর্তৃত্বের ক্ষমতাশালী অংশের প্রভাবে শিল্পীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে যা নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। সংঘের আদর্শের বিরুদ্ধপক্ষ এই নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি। শম্ভু মিত্রের দলত্যাগ ও পরে নিজস্ব নাট্যধরণে সৃষ্ট 'নবনাট্য আন্দোলন'-এর ধারার সঙ্গে গণনাট্য আন্দোলনের বিতর্ক দীর্ঘদিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এই অধ্যায়ে রাজনীতির বিভিন্ন দিক, তার প্রভাবের সঙ্গে গণনাট্যের শিল্পচেতনার দ্বন্দ্বের বহুরৈখিক দিকটিতে আলোকপাত করা হবে।

গবেষণার **'উপসংহার'**-এ পূর্বে আলোচিত ছ'টি অধ্যায়ের বক্তব্য থেকে প্রাপ্ত গণনাট্যের সাফল্য-ব্যর্থতার খতিয়ান সংক্ষিপ্ত আকারে বিবৃত করা হয়ে হবে। গণনাট্য সংঘের চেতনায় একদিকে আমাদের বুর্জোয়া ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি চেতনার বেড়াজাল ছিঁড়ে এক নতুন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সৃষ্টির প্রবণতা দেখা যায়। যেখানে দেশীয় লোকশিল্পের সঙ্গে বিশ্বমানবতার রাজনৈতিক আদর্শের মিলন পরিকল্পনা করা হয়। আবার রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি অতিনির্ভরতার ফলে শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সঙ্কীর্ণতার জন্ম হয়। লোকশিল্প ব্যবহারের ক্ষেত্রে দুর্বলতা দেখা দেয়, 'গণ'-এর ধারণাও ক্রমে গণ্ডিবদ্ধ হয়ে পড়ে। ২০১১-তে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল ও পরবর্তী নির্বাচনে বামশক্তিগুলির ক্ষয়রোগের মধ্যেও গণনাট্য সংঘ রাজ্যস্তরে সক্রিয়ভাবে কাজ করে চলেছে। নানা ত্রুটি, ভ্রান্তি সত্ত্বেও গণনাট্য তার আদর্শের প্রতি সত্যনিষ্ঠ থাকতে পেরেছে। যার ফলে বাংলা থিয়েটার এবং বাঙালির আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাসে স্বকীয়তার ছাপ রাখতে পেরেছে।

এই গবেষণায় নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে গণনাট্য সংঘের সংগঠন ও নাট্যচর্চার বৈশিষ্ট্যের সন্ধান করা হয়েছে। গবেষণায় ব্যবহৃত নাটকগুলি যে গ্রন্থ ও নাট্যপত্রিকা থেকে পাওয়া গেছে, তার তালিকা গবেষণাকর্মের শেষে 'গ্রন্থপঞ্জি'তে যথাক্রমে আকর নাট্যগ্রন্থ ও আকর নাট্যপত্রিকা শিরোনামে প্রদান করা হবে। তার সঙ্গে গবেষণায় ব্যবহৃত বাংলা ও ইংরেজি গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা, দৈনিক পত্রিকা, বিভিন্ন দলিল, রিপোর্ট, নাটকের অভিনয়পত্রী ও অনুসন্ধেয় ওয়েবসাইটের তালিকা প্রদান করা হবে। গবেষণাকর্মটির অগ্রগতির ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে গণনাট্য সংঘ অভিনীত অনেক নাটকই আজ দুর্লভ। সংরক্ষণের অভাবে অনেক নাটক হারিয়ে গেছে। তবে তা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ গণনাট্য সংঘের গ্রন্থাগার, নাট্যশোধ সংস্থান, ভবানী সেন গ্রন্থাগার, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে অনেক দুর্লভ নাটক ও তথ্য পাওয়া গেছে। বিশিষ্ট গবেষক, অধ্যাপক ও নাট্য-সংগ্রাহকদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকেও নাটক ও গ্রন্থ পাওয়া গেছে। আন্তর্জালিক মাধ্যমে 'archive.org' থেকে কিছু প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সংগ্রহ করেছি। Marxists Internet Archive-এর ওয়েবসাইট 'marxists.org'-তে সংরক্ষিত মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের গ্রন্থাবলি-দলিল-চিঠিপত্র পাঠ করে তাঁদের রাজনৈতিক-নান্দনিক তত্ত্ব সম্পর্কে ধারণা পেয়েছি। গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে ব্যাখ্যানমূলক ও বর্ণনামূলক গবেষণারীতিকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে। বাংলা বানানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির 'আকাদেমি বানান অভিধান'-এর রীতিকে গ্রহণ করা হবে।

তথ্যসূত্র :

১। সুধী প্রধান; গণনাট্য আন্দোলনের কয়েকটি অতীত প্রসঙ্গ, গণনাট্য ৩ বর্ষ, জুলাই ও অক্টোবর ৬৭, শারদীয়া ১৩৭৪, পৃ- ১৭

২। Sudhi Pradhan; Marxist Cultural Movement in India (MCMI) (Edited), Vol. 1, National Book Agency, Calcutta, 1985, পৃ- ১৫৯

৩। ভানুদেব দত্ত; অবিভক্ত কমিউনিস্ট আন্দোলনে বাংলা প্রেক্ষাপট : ভারত, মনীষা, ২০১৫, পৃ- ১১৪

৪। হীরেন ভট্টাচার্য; সংস্কৃতি ভোগবাদ ও মূল্যবোধ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১০, পৃ- ৩৪

গ্রন্থপঞ্জি :

আকর গ্রন্থ :

১। গঙ্গোপাধ্যায় অজিত; *একাংক নাট্য-সংকলন [নাট্য-সংকলন : তৃতীয় খণ্ড]*, রূপা অ্যান্ড কোম্পানি, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ১৯৮৬

২। ঘটক ঋত্বিক; *ঋত্বিক ঘটকের নাটকসংগ্রহ* (সংকলন ও সম্পাদনা- রথীন চক্রবর্তী), পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ ২০০৮

৩। দত্ত সুনীল; *বিশ্বের গণ-আন্দোলনের নাটক* (সম্পাদনা), জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, প্রথম প্রকাশ ১৩৮৭

৪। দত্ত উৎপল; *নাটক সমগ্র*, প্রথম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম প্রকাশ ষষ্ঠ মুদ্রণ মাঘ ১৪২৩

৫। দত্ত সুনীল; *হরিপদ মাস্টার*, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৫৮

৬। দাস চিররঞ্জন; *সংগ্রামের নাটক*, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৭৮

৭। দাস চিররঞ্জন; *গণনাটক*, পিপলস থিয়েটার পাবলিকেশনস, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৭৪

৮। বন্দ্যোপাধ্যায় দিগিন্দ্রচন্দ্র; *তরঙ্গ*, পুস্তকালয়, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৪৭

৯। বন্দ্যোপাধ্যায় দিগিন্দ্রচন্দ্র; *বাস্তুভিটা*, দিয়া, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ২০১৬

১০। বন্দ্যোপাধ্যায় দিগিন্দ্রচন্দ্র; *মশাল*, পুস্তকালয়, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৪

১১। বন্দ্যোপাধ্যায় দিগিন্দ্রচন্দ্র; *মোকাবিলা*, পুস্তকালয়, প্রথম প্রকাশ ১৯৫০

১২। বিশ্বাস মনোরঞ্জন; *আমার মাটি*, পুস্তকালয়, প্রথম সংস্করণ ১৯৬০

১৩। বিশ্বাস মনোরঞ্জন; *কর্মখালি*, নবগ্রন্থ কুটির, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৭৩

১৪। ভট্টাচার্য ড. সাধনকুমার ও ঘোষ ড. অজিতকুমার; *একাঙ্ক সঞ্চয়ন* (সম্পাদনা), জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, প্রথম প্রকাশ ১৩৬৭

১৫। ভট্টাচার্য বিজন; *নবান্ন*, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৪

১৬। ভট্টাচার্য বিজন; *রচনাসংগ্রহ,* প্রথম খণ্ড (সম্পাদনা- নবারুণ ভট্টাচার্য ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়), দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ পুনর্মুদ্রণ ২০১৬

১৭। মজুমদার মণীন্দ্র; *নাগপাশ,* ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, প্রথম সংস্করণ জুন ১৯৫২

১৮। মুখোপাধ্যায় বীরু; *রাহুমুক্ত,* জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, তৃতীয় প্রকাশ বৈশাখ ১৩৭৬

১৯। মুখোপাধ্যায় বীরু; *সংক্রান্তি,* জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, অষ্টম সং ১৩৯৬

২০। রায় কুমার; *বাংলা একাঙ্ক নাটক সংগ্রহ* (সংকলন ও সম্পাদনা), ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, প্রথম প্রকাশ ২০০১

২১। রায় মন্মথ; *নাট্য গ্রন্থাবলি,* প্রথম খণ্ড (একাঙ্ক), মনমথন প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ১৯৪৮

২২। লাহিড়ী তুলসীদাস; *বাংলার মাটি,* ডি. এম. লাইব্রেরি, প্রথম প্রকাশ ১৩৬১

সহায়ক গ্রন্থ :

১। আচার্য অনিল; *তিন দশকের গণআন্দোলন* (সম্পাদনা), অনুষ্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৮

২। ঘটক ঋত্বিক; *নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ,* নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ২০15

৩। ঘটক ঋত্বিক; *অন দ্য কালচারাল ফ্রন্ট* (অনুবাদ- রথীন চক্রবর্তী), নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ২০০৩

৪। ঘোষ অজিতকুমার; *বাংলা নাটকের ইতিহাস,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০১৬

৫। ঘোষাল দিলীপ; *গণনাট্য কী ও কেন,* গণমন প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ২০০৭

৬। চট্টোপাধ্যায় কাশীনাথ; *উপোসি বাংলা সাময়িকপত্রে পঞ্চাশের মন্বন্তর* (সংকলন ও সম্পাদনা), সেরিবান, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১১

৭। চৌধুরী দর্শন; *গণনাট্য আন্দোলন,* অনুষ্টুপ, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ২০০৯

৮। দত্ত উৎপল; *গদ্য সংগ্রহ,* প্রথম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ ২০১৫

৯। দত্ত উৎপল; *গদ্য সংগ্রহ,* দ্বিতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ ২০১৮

১০। দত্ত ভানুদেব; *অবিভক্ত কমিউনিস্ট আন্দোলনে বাংলা প্রেক্ষাপট : ভারত,* মনীষা, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ২০১৫

১১। দত্ত সুনীল; *নাট্য আন্দোলনের তিরিশ বছর* (সম্পাদনা), জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৭

১২। দাশ ধনঞ্জয়; *মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক* (সম্পাদনা), নতুন পরিবেশ প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬০

১৩। দাশ ধনঞ্জয়; *মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক ২* (সম্পাদনা), নতুন পরিবেশ প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৬৫

১৪। দাশ ধনঞ্জয়; *মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক ৩* (সম্পাদনা), নতুন পরিবেশ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৫৮

১৫। দাশগুপ্ত বাবলু ও শিবশর্মা; *গণনাট্য : পঞ্চাশ বছর* (সম্পাদনা), গণনাট্য সংঘ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, কলকাতা, ১৯৯৩

১৬। প্রধান সুধী; *গণ-নব-সৎ-গোষ্ঠী নাট্যকথা,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৯২

১৭। প্রধান সুধী; *নবান্ন : প্রযোজনা ও প্রভাব,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৯

১৮। বন্দ্যোপাধ্যায় অজিতেশ; *নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ,* নাট্যচিন্তা, কলকাতা, পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ ২০০৬

১৯। বন্দ্যোপাধ্যায় দিগিন্দ্রচন্দ্র; *নাট্যচিন্তা শিল্পজিজ্ঞাসা,* ইম্প্রেসন সিন্ডিকেট, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৭৮

২০। বন্দ্যোপাধ্যায় শক্তিপদ; *প্রসঙ্গ গণনাট্য,* গণমন প্রকাশন, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ২০০০

২১। বিশ্বাস হেমাঙ্গ; *উজান গাঙ বাইয়া,* অনুষ্টুপ, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ২০১৮

২২। ভট্টাচার্য রামকৃষ্ণ; *মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব,* অবভাস, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৭

২৩। ভট্টাচার্য হীরেন; *সংস্কৃতি ভোগবাদ ও মূল্যবোধ,* ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১০

২৪। মিত্র শম্ভু; *প্রসঙ্গ : নাট্য,* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৭১

২৫। মিত্র শম্ভু; *সন্মার্গ সপর্যা,* এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ১৪২০

২৬। রলাঁ রম্যাঁ; *পিপলস থিয়েটার* (অনুবাদ ও সম্পাদনা- রথীন চক্রবর্তী), পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৬০

২৭। রায়চৌধুরী সজল; *গণনাট্য কথা,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪০৭

২৮। লাহিড়ী ড. স্বাতী; *গ্রুপ থিয়েটারের উৎস সন্ধানে,* জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৫

২৯। সরকার পবিত্র; *নাটমঞ্চ নাট্যরূপ,* অখণ্ড সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ২০০৮

৩০। সরকার সুমিত; *আধুনিক ভারত : ১৮৮৫-১৯৪৭,* কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ ২০১৩

৩১। সেনগুপ্ত অমলেন্দু; *উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ২০০৬

৩২। সেহানবীশ চিন্মোহন; *৪৬ নং—একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে,* সেরিবান, কলকাতা, প্রথম পেপারব্যাক সংস্করণ ২০১৫

* গবেষণার প্রয়োজনে আরও অসংখ্য গ্রন্থ ব্যবহার করা হয়েছে। শব্দসংখ্যার সীমাবদ্ধতার কারণে এখানে সবকটি গ্রন্থের তালিকা প্রদান করা সম্ভব হল না। গবেষণার গ্রন্থপঞ্জিতে ব্যবহৃত সকল গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকার তালিকা প্রদান করা হবে।